আলমডাঙ্গায় টিয়ানশি কোম্পানির প্রতিনিধি ও কথিত চিকিৎসককে কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় টিয়ানশি কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা ও চিকিৎসক পরিচয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুর ৩টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার মিয়াপাড়ায় একটি ভাড়া করা ভবনে টিয়ানশি কোম্পানির কার্যক্রম চলাকালে স্থানীয়রা তিনজনকে আটক করেন। এ সময় তাদের কাছে কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় অনুমোদন, কাগজপত্র ও সঠিক তথ্য না পাওয়ায় প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিনুর আক্তার। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে কথিত ভুয়া চিকিৎসক মো. হুমায়ূন কবিরকে (৪৫) ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে টিয়ানশি কোম্পানির প্রতিনিধি মাসুদ করিম ও আব্দুর রহমানকে পৃথকভাবে দুই মাসের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত হুমায়ূন কবির ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার সিরাজুল ইসলামের ছেলে। কোম্পানির ‘গোল্ড স্টার’ প্রতিনিধি মাসুদ করিম কুষ্টিয়ার হরিসপুর গ্রামের মহাসিন আলীর ছেলে এবং আব্দুর রহমান আলমডাঙ্গার ডম্বলপুর গ্রামের মোজাম আলীর ছেলে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, টিয়ানশি কোম্পানির ‘গোল্ড স্টার’ প্রতিনিধি মাসুদ করিম দীর্ঘদিন ধরে ডম্বলপুর গ্রামের আব্দুর রহমানের মাধ্যমে আলমডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় চীনে তৈরি পেস্ট, কফি, ডায়াবেটিসের ওষুধ ও বিভিন্ন ফুড সাপ্লিমেন্ট বিক্রি করে আসছিলেন। এ কাজে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তিকে ব্যবহার করে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা হচ্ছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে এসব পণ্য বিক্রির পাশাপাশি কথিত চিকিৎসাসেবার নামে

অর্থ আদায় করা হতো। এমনকি রোগীপ্রতি কমিশনের ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিনিধি পাঠানো হতো। এ কার্যক্রমে কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের একজন নারী সদস্যকেও কাজে লাগানোর অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে কথিত চিকিৎসক মো. হুমায়ূন কবির নিজেকে ‘অল্টারনেটিভ এমবিবিএস’ চিকিৎসক হিসেবে দাবি করেন। তিনি আরও দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন তাকে মৌখিকভাবে চিকিৎসা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

তবে তার দাবির পক্ষে কোনো লিখিত অনুমোদন বা বৈধ কাগজপত্র তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে উপস্থাপন করতে পারেননি বলে জানা গেছে। অভিযানের সময় জব্দ করা পণ্যগুলোর কোনো বিএসটিআই অনুমোদন না থাকলেও সেগুলোতে বিএসটিআইয়ের সিল ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা হতো বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এদিকে অভিযানের সময় টিয়ানশি কোম্পানির বিভিন্ন পণ্য ও মালামাল জব্দ করে প্রশাসনের হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে জব্দ করা মালামাল ঘটনাস্থলেই পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

বিসিবির সভাপতির সাথে খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ

বিসিবির (বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড) সভাপতি তামিম ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধিরা।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিসিবি কার্যালয়ে তারা এ সাক্ষাৎ করেন। বিসিবির সভাপতি তামিম ইকবাল তাদের শুভেচ্ছা জানান এবং জেলার ক্রিকেটের মান উন্নয়নের প্রতি বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

বিসিবির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ খুলনা বিভাগের জেলা প্রতিনিধিরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বিসিবির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন হাসিবুজ্জামান স্বপন

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায় জেলা পরিষদ প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন হাসিবুজ্জামান স্বপন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান, জাসাস নেতা বাকা বিল্লাহ, দীপু খানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তারা ক্রীড়া অঙ্গনের উন্নয়ন ও মেহেরপুরের ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দর্শনায় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর মহাসড়কের দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চত্বরে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে দর্শনা থানা ফারিয়ার সভাপতি মোঃ নেছার আহম্মেদ শাহীনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানা ফারিয়ার সহ-সভাপতি মাহাবুব আলম, সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ফারিয়ার সহ-সাধারণ

সম্পাদক ফাউজুল আজীম সানজা, সহ-সাধারণ সম্পাদক রয়েল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক নাহিদ ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মনজুরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আলমগীর হোসেন, প্রচার সম্পাদক আসাদুজ্জামান রতন, ক্রীড়া সম্পাদক মাহাবুর রহমান এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম।

এসময় দর্শনা থানা ফারিয়ার আরও অনেক ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নানা ধরনের ঝুঁকি ও অনিরাপদ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। তাদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত এবং পেশার মর্যাদা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তারা।

নির্বাচনী পরিস্থিতি পর্যালোচনায় ঝিনাইদহে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইলেকশন অবজারভেশন মিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

গতকাল বুধবার দুপুরে মিশনের লিয়াঁজো কর্মকর্তা গার্ট বিনডার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে সাক্ষাৎ করেন।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সুবীর কুমার দাশ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. বিল্লাল হোসেনসহ জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন প্রস্তুতি ও উদ্যোগ সম্পর্কে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি গার্ট বিনডারকে অবহিত করা হয়।

জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, ‘ইউরোপীয় ইউনিয়ন আসন্ন নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল পাঠাতে পারে। তবে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো চিঠি পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর আগে তারা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।’

তিনি আরো বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদনের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন পর্যবেক্ষণের কাজ করবেন। গার্ট বিনডার ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থার লিয়াঁজো কর্মকর্তা হিসেবে ঝিনাইদহের নির্বাচনী পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন।’

নাগরিক টিভির চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি হলেন সাংবাদিক পলাশ

জাতীয় দৈনিক খোলা কাগজ ও বাংলাদেশ গার্ডিয়ান এর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি এবং দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল নাগরিক টিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

এর আগে সাংবাদিক শামসুজ্জোহা পলাশ দৈনিক যুগান্তরের দামুড়হুদা প্রতিনিধি, দৈনিক সমকাল ও মাই টিভিসহ একাধিক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন।

সাংবাদিক শামসুজ্জোহা পলাশ নাগরিক টিভিতে নিয়োগ পাওয়ায় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সদস্যরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাংবাদিক পলাশ সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে প্রথম আলো প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কালবেলা প্রতিনিধির মামলা

দৈনিক কালবেলার মেহেরপুর প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি প্রথম আলোর স্থানীয় প্রতিনিধি আবু সাঈদের বিরুদ্ধে ৫০ লাখ টাকার মানহানির মামলা করেছেন।

আজ রবিবার (৫ অক্টোবর) মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাঃ নাসির উদ্দিন ফরাজি মামলাটি গ্রহণ করে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার আবেদনে বলা হয়েছে, আবু সাঈদ প্রতিহিংসাবশত ও ইচ্ছাকৃতভাবে লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম শাহীনকে রাফির বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করেন। ওই তথ্যের ভিত্তিতে শহিদুল ইসলাম ফেসবুক লাইভে এসে রাফিকে নিয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ, মশকরা ও মানহানিকর বক্তব্য দেন। লাইভে তিনি দাবি করেন, রাফি অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্টের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়েছেন। তবে পরে আরেকটি লাইভে এসে শহিদুল স্বীকার করেন, তথ্যটি তাকে দিয়েছেন আবু সাঈদ, কিন্তু কোনো প্রমাণ তিনি দিতে পারেননি।

খান মাহমুদ আল রাফি তার আরজিতে উল্লেখ করেছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ক্যাসিনো নিয়ে ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করছেন। এর প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সিআইডি একাধিকবার তাকে ডেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে এবং অনলাইন জুয়া প্রতিরোধ আইনের সংশোধনেও তার রিপোর্ট প্রভাব ফেলেছে।

রাফির দাবি, তার এই সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আবু সাঈদ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দিয়েছেন, যা তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে এবং পেশাগত সুনামে আঘাত হেনেছে। এর ফলে তাঁর এবং তার কর্মরত প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। তিনি মানহানির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০ লাখ টাকা দাবি করেছেন।

মামলার সাথে ফেসবুক লাইভের ভিডিও, ভয়েস রেকর্ড ও চ্যাট কনভার্সেশন আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে।

মামলায় বাদী পক্ষে মিজানুর রহমান, মোখলেসুর রহমান স্বপন ও সেলিম রেজা কল্লোল আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এ ঘটনায় দৈনিক কালবেলার মেহেরপুর প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি বলেন, ‘সারাদেশেই মফস্বল পর্যায়ের সাংবাদিকদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ির একটা নোংরা খেলা সব সময় চলতে থাকে। যেগুলোর কোন ভিত্তি থাকেনা। প্রতিহিংসাবশত অন্যের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই এগুলো করা হয়। এই নোংরামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আমি আইনের আশ্রয় চেয়েছি।’

এ বিষয়ে প্রথম আলো প্রতিনিধি আবু সাঈদ বলেন, যেহেতু বিষয়টি আদালতে গড়িয়েছে, আদালতের মাধ্যমেই মোকাবেলা করা হবে।”

চ্যানেল এস এর চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি হলেন আফজালুল হক ও ক্যামেরা পারসন ফরহাদ হোসেন

বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল ‘চ্যানেল এস’ এর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি আফজালুল হক বাদল এবং ক্যামেরা পারসন হলেন, ফরহাদ হোসেন।

আফজালুল হক বাদল দৈনিক আজকের চুয়াডাঙ্গা পত্রিকার দর্শনা স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফরহাদ হোসেন দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার দর্শনা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। চ্যানেল এস এ নিয়োগ পাওয়ায় সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন আফজালুল হক বাদল ও ফরহাদ হোসেন। একই সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

এদিকে, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন এবং সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন দুইজনকে আইডি কার্ড পরিয়ে দেন এবং শুভ কামনা সহ সুন্দরভাবে সংবাদ পরিবেশনের জন্য দিকনির্দেশনা দেন।

পিআইডি প্রতিনিধি দলের মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয় পরিদর্শন

১ মে, বৃহস্পতিবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট (পিআইডি) এর উপপ্রধান তথ্য অফিসার (পরিচালক) হাসিনা আক্তারের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মেহেরপুর প্রতিদিন অনলাইন ও পত্রিকা কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন এর অনলাইন বিভাগ ও পত্রিকার কার্যক্রম দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রতিনিধি দলে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিআইডির তথ্য সহকারী মাহমুদা খানম এবং লাইব্রেরিয়ান ইউসুফ আলম।

প্রতিনিধিদল কার্যালয়ে পৌঁছালে মেহেরপুর প্রতিদিন এর সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন এবং আইটি ইনচার্জ মুন্সী জাহাঙ্গীর জিন্নাত হিরক তাঁদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান।

পরবর্তীতে প্রতিনিধি দলটি মেহেরপুর প্রতিদিন এর নিউজরুম, স্টুডিওসহ পুরো অফিসের কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

দর্শনায় পূর্নাঙ্গ স্থলবন্দর

বাস্তবায়নে এডিবি’র প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পুর্নাঙ্গ স্থলবন্দর বাস্তবায়নে দর্শনা স্থল শুল্ক স্টেশন ও জয়নগর আইসিপি এলাকা পরিদর্শন করেছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)’র উচ্চ পর্যায়ের টিম।

আজ রবিবার দুপুরে দর্শনা কাস্টমস শুল্ক স্টেশন ও বন্দর এলাকা পরিদর্শন করে ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন, প্রধান আঞ্চলিক সহযোগিতা বিশেষজ্ঞ এবং মিশন নেতা, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও ইন্টিগ্রেশন ইউনিট, দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ মাসাতো নাকানে, সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা (পরিবহন), পরিবহন সেক্টর অফিস হুমায়ন কবির, প্রকল্প প্রস্তুতি বিশেষজ্ঞ (আন্তর্জাতিক), ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা এডিবি কাজী মোহাম্মদ আশরাফুল মুনিম, ডেপুটি কমিশনার, এনবিআর এবং ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা, এডিবি, মোঃ মেরাজুল আলম সম্রাট এবং দর্শনা শুল্ক স্টেশনের এসিস্ট্যান্ট কমিশনার আব্দুস সাত্তারসহ রেভিনিউ ও সহকারী রেভিনিউ কর্মকর্তাগন, বিজিবির দর্শনা আইসিপি কমান্ডার জাকির হোসেন, ইমিগ্রেশন অফিসার রমজান আলী।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, ভারতের গেদে ল্যান্ড পোর্ট সোসাইটির মুখ্য পরামর্শদাতা সুব্রত সাহা, দর্শনা স্থলবন্দর বাস্তবায়ন কমিটির মুখ্য সমন্বয়ক সাংবাদিক রেজাউল করিম লিটন, আশরাফুল হক উলুম, হাজী নজরুল ইসলাম, পলাশ আহমেদ প্রমুখ।

দর্শনা পুর্নাঙ্গ স্থলবন্দর বাস্তবায়ন প্রজেক্টের পরিকল্পনা সম্পর্কে সুযোগ-সুবিধা ও ভবিষ্যৎ দ্রুততার সাথে কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে তাগিদ দেন প্রতিনিধি দলটি।

দর্শনা স্থলবন্দর প্রজেক্টের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)’র অর্থায়নে সাউথ এশিয়ান সাবরিজিওনাল ইকোনমিক্যাল কো অপারেশন (সাসেক) প্রোগ্রামের অধীনে দর্শনায় নির্মিত হতে যাচ্ছে আধুনিক ল্যান্ড পোর্ট ও এনবিআর’র কাস্টমস হাউজ ও ট্রেনিং সেন্টার।